History Study Material

Dumkal College

Semester-6, Course-XIV

[Trend in World Politics from the First to the Second World War]

মার্শাল পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর প্রভাব।

ট্রুম্যান নীতির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আরও ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্যদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় দেশগুলি যখন দারিদ্র ও অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন তখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্যদানের মাধ্যমে ইউরোপে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল, যা 'ইউরোপীয় পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জর্জ সি. মার্শাল। আর তাঁর নামানুসারে এই পরিকল্পনা 'মার্শাল পরিকল্পনা' নামে অভিহিত হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব (বিদেশ মন্ত্রী) জর্জ সি. মার্শাল ১৯৪৭ সালের ৬ই জুন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের আর্থিক পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন যা 'মার্শাল পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। মার্শাল তাঁর বক্তৃতায় বলেন, যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের অর্থনৈতিক সংকট দূরীকরণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যথাযথভাবে সাহায্য করবে, নতুবা বিশ্বের রাজনৈতিক সুস্থিতি ও শান্তি বিনষ্ট হবে। তিনি তাঁর বক্তৃতায় আরো বলেন যে মানুষের দারিদ্র্যতা দূর করতে না পারলে সাম্যবাদের প্রসার আটকানো সম্ভবপর নয়।

মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্যঃ মার্শাল পরিকল্পনা প্রয়োগের পেছনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি ছিল -

(i) পূর্ব ইউরোপের সাম্যবাদের প্রসারের হাত থেকে পশ্চিম ইউরোপকে রক্ষা করা।

(ii) এই পরিকল্পনা রূপায়নের মাধ্যমে ইউরোপের দেশগুলিতে মার্কিন প্রাধান্য স্থাপন সুনিশ্চিত করা।

(iii) পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিয়ে একটি শক্তিশালী ও আন্তর্জাতিক বাজার গড়ে তোলা।

(iv) অর্থসাহায্য গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রজোটের শক্তিবৃদ্ধি ঘটানো। এবং

Dumkal College

(v) অর্থসাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করে মার্কিন আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠা করা।

মার্শাল পরিকল্পনার প্রয়োগঃ মার্শাল পরিকল্পনা ইউরোপের ১৬টি দেশ যেমন- ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, পশ্চিম জার্মানী, তুরস্ক, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ গ্রহণ করে। অপরদিকে রাশিয়ার চাপে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি (বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি প্রভৃতি) এই পরিকল্পনায় যোগ দিতে অস্বীকার করে। চেকোশ্লোভাকিয়া মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন সাহায্য গ্রহণে উদ্যোগী হলে সেখানে রাশিয়ার নেতৃত্বে এক কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। এই পরিকল্পনায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মোট 12 হাজার মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে।

মার্শাল পরিকল্পনার প্রভাবঃ মার্শাল পরিকল্পনা ইউরোপের অর্থনীতিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।

(i) মার্শাল পরিকল্পনার মাধ্যমে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে নবজীবনের সূচনা হয়েছিল।

(ii) পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলি পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে বিশ্ব দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তিজোটে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে ঠান্ডা লড়াই এর তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়।

(iii) মার্শাল পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত রাশিয়া তার অনুগত দেশগুলিকে নিয়ে গঠন করে কমিনফর্ম (Cominform বা Communist Information Bureau)।

Dumka College